Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩১ মার্চ, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৩০ মার্চ, ২০১৫, সোমবার, ১৫ চৈত্র, ১৪২১

রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১২ জুলাই কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৩০ মার্চ : রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পথে নামলেন শ্রমিক কর্মচারীরা। আজ ১২ জুলাই কমিটির উদ্যোগে বিকাল সাড়ে ৫টায় কার্জনগেট থেকে স্টেশন পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন তাঁরা।

বেকারি-বিরোধী দিবসে মিছিল, সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ মার্চ : বেকারি-বিরোধী দিবস উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন এলাকায় মিছিল পথসভা হয়। বর্ধমান শহরের ডি ওয়াই এফ আই, এস. এফ. আই, সি. আই. টি. ইউ এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ডাকে এদিন বর্ধমান শহরের চারটি পয়েন্ট থেকে মিছিল কার্জনগেটের সামনে মিলিত হয়। শ্লোগান ছিল বেকারের কাজ নেই, ছাত্র'র পরীক্ষার রেজাল্ট নেই, মহিলাদের নিরাপত্তা নেই, শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন ও কাজের নিরাপত্তা নেই, কৃষকের ফসলের দাম নেই। ভালো ভাবে বাঁচতে চাই, সব বেকারের কাজ চাই, এ কোন শিক্ষা প্রশাসন? বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ মাসেও বি এ পার্ট-২ ফল প্রকাশ হলো না কেন? মারাত্মক ভুলে ভরা মার্কশিট, ছাত্রদের ভবিষ্যত অন্ধকারে।

এরই প্রতিবাদে মিছিলে ছাত্র, যুব, শ্রমিক, মহিলা, শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কার্জগেট চত্বরে যুবদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন যুবনেতা অঞ্জন বিশ্বাস, সি আই টি ইউ-র পক্ষে দীপঙ্কর দে। উপস্থিত ছিলেন তাপস সরকার, সোমা ঘোষ, জনার্দন রায়, তরুণ রায় প্রমুখ।

শহিদ মঙ্গল হেমব্রম-এর হত্যার প্রতিবাদে কালাদিবস জেলা জুড়ে

শহিদ মঙ্গল হেমব্রম হত্যার প্রতিবাদে ২৭ মার্চ জেলা জুড়ে পালিত হল কালাদিবস। আদিবাসী অধিকার মঞ্চ বর্ধমান জেলার উদ্যোগে জেলার সর্বত্রই প্রতিবাদ মিছিল, পথসভার মাধ্যমে নিন্দা জানানো হয় এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের।

হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ৫৪তম বার্ষিক সম্মেলন দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৮ মার্চ : ইস্পাত নগরীর বি.টি. রণদিভ ভবনের সংলগ্ন দিলীপ মজুমদার নগর—এম.কে পান্ধে ভবন, বিনয় লাহিড়ী মঞ্চে দুর্গাপুর ইস্পাত ও মিশ্র ইস্পাত কারখানার স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠন হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ২দিন ব্যাপী ৫৪ তম বার্ষিক সম্মেলন হল। বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশকের উত্তাল দিনে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর পথচলা শুরু। তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের একের পর এক হিংস্র শারীরিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন এইচ. এস. ই. ইউ-এর নেতৃত্ব সহ সদস্যরা। ইউনিয়ন অফিস বি. টি. রণদিভ ভবনে আক্রমণ করে ভাঙচুর চালিয়েছে। কিন্তু শত আঘাতেও টলানো যায় নি ইস্পাত শ্রমিকদের আপন সংগঠন এইচ. এস. ই. ইউ. কে। এইচ. এস. ই. ইউ-এর অসামান্য লড়াকু মনোভাব, দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে প্রেরণা জোগাচ্ছে। সংগঠনের ৫৪তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে এইচ. এস. ই. ইউ-এর অসামান্য গৌরবজ্জ্বল সংগ্রামী ভূমিকা স্মরণ করে দুর্গাপুরের লড়াকু ইস্পাত শ্রমিকদের কুর্ণিশ জানালেন সি. আই. টি. ইউ-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে, জন্মলগ্ন থেকে সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিস্তারে ভীত হয়ে কেইনসের অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে যে সোশ্যাল-ওয়েলফেয়ার স্টেটের নীতি গ্রহণ করেছিল ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের পরে, তা বাতিল করে চরম শোষণ-বঞ্চনামূলক নয়া উদার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করে সরাসরি মুষ্টিমেয় ধনীদের স্বার্থে সমাজের সম্পদ ব্যবহার করছে। ভারতে ১৯৯১ সাল নয়া উদার অর্থনীতির সূচনা করে মনমোহন থেকে মোদি-ধনী ও কর্পোরেটদের সেবা করার নীতি নিয়েছে। এই সময়কালে নয়া উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ১৩টি ধর্মঘট হয়েছে। বিগত দুটি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে আই. এন. টি. ইউ. সিও যোগদান করেছে। সাম্প্রতিককালে কয়লা শ্রমিকদের অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট বেতন-বৃদ্ধির জন্য ছিল না, ছিল দেশের কয়লা শিল্পকে মোদি সরকারের দেশি-বিদেশি

—এরপর চারের পাতায়

ইস্পাত কারখানার শ্রমজীবী মহিলাদের কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৭ মার্চ : আগামী দু-দিন ইস্পাত নগরীর ১ নং বিদ্যাসাগর এভিন্যুর বি.টি. রণদিভ ভবন সংলগ্ন দিলীপ মজুমদার নগর এম.কে.পান্ধে ভবন বিনয় লাহিড়ী মঞ্চে দুর্গাপুর ইস্পাত ও মিশ্র ইস্পাত কারখানার স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠন ঐতিহ্যবাদী হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়-এর ৫৪তম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সম্মেলনস্থলে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হল হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শ্রমজীবী মহিলা শাখার ৭ম কনভেনশন ও যুব শ্রমিক শাখার ৮ম কনভেনশন। অনুষ্ঠানের সূচনায় শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন অজিত মুখার্জী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, মনীষা চক্রবর্তী, পি কে দাস, অরুণ চৌধুরী, রামপঙ্কজ গাঙ্গুলী, ব্রজমানিক চক্রবর্তী, দেবাশিস পাল, সন্ধ্যা মণ্ডল, সুমনব্রত দাস প্রমুখ।

উদ্বোধনী ভাষণে সি আই টি ইউ-এর সর্বভারতীয় শ্রমজীবী মহিলা সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা মনীষা চক্রবর্তী রাজ্যে তৃণমূল ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির জন্য শ্রমজীবী মানুষের উপরে তার ধ্বংসাত্মক প্রভাবের কথা ব্যাখ্যা করে, এই নীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মহিলাদের মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কনভেনশনে ১০৫ জন শ্রমজীবী মহিলা প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং ২৫ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

মেমারি পুরনির্বাচন সি পি আই(এম)-এর প্রচার চলছে জোর কদমে

মেমারি পুরসভা নির্বাচনে সমস্ত রকম ভয়, ভীতি ও সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন সি পি আই(এম) কর্মী-সমর্থকরা। প্রার্থীকে নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন সি পি আই(এম) কর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলছে রোজ

এক অদ্ভুত আঁধার নেমেছে এ দেশে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চরমে। দশ মাস অতিক্রান্ত হলেও এখন ফল প্রকাশ হয়নি বি.এ পার্ট-২ পরীক্ষার। প্রায় ৮০,০০০ ছাত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মুখে। বি.এস.সি, বি.কম পার্টি-২ ফল প্রকাশিত হলেও রেজাল্টে রয়েছে চরম অসঙ্গতি ও ত্রুটি। প্রতিদিনই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই।

কালনায় বাম প্রার্থীদের সমর্থনে শিক্ষকদের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ মার্চ : আজ পশ্চিমবাংলায় শিক্ষক সহ সমস্ত পেশার মানুষের পেশাগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন আক্রান্ত। শিক্ষকদের এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে হলে রাস্তায় নামতেই হবে। সমস্তরকম রাজনৈতিক লড়াই-এ অংশগ্রহণ করে রাজ্যের অপশক্তির পতন ঘটাতে হবে। ২৮ মার্চ কালনায় অনুষ্ঠিত বামপ্রার্থীদের সমর্থনে শিক্ষকদের সভায় একথা বলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক সাইদুল হক। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষকনেতা বীরেন বসু মল্লিক। সভার প্রারম্ভেই কালনা পুরসভার ১৮ জন বামপ্রার্থীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রার্থীদের মধ্যে এবার ছয় জনই শিক্ষক।

নতুন চিঠি

৩০ মার্চ, ২০১৫

বিদ্যা লয়ের প্রতীক এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

তৃণমূলের শাসনকালে শিক্ষাঙ্গনগুলি যে নৈরাজ্যের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে বর্ধমান বিশ্ববদ্যালয় তার উজ্জ্বলতম একটি উদাহরণ। বাহুবলের মাধ্যমে গোলাপবাগে ছাত্র ইউনিয়ন দখল থেকে শুরু করে রাজবাটিতে প্রশাসনের সমস্ত বিভাগের উপর খবরদারি প্রতিষ্ঠার অভিযান তৃণমূল চালিয়ে যাচ্ছে তার শাসনের সূচনাকাল থেকেই। এই বাহুবলী রাজনীতির অনিবার্য ফল হিসাবে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। রাজবাটি চত্বরে ভর্তির দাবিতে তৃণমূলের এক ছাত্রনেতার ছাদে আরোহন করে আত্মহত্যার হুমকির নাটক এবং তাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও মারদাঙ্গা সাম্প্রতিকতম একটি চমকপ্রদ ঘটনা। ঘটনার জের এখনও চলছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলেঙ্কারি রাজ্য জুড়ে সাড়া ফেলেছে। মহামহিম উপাচার্যের দক্ষ পরিচালনায় পরীক্ষা ও তার ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া কোথায়, কী পদ্ধতিতে চলছে কেউ জানে না। অন্তরালে টাকার খেলা নিয়েও নানা অভিযোগ উঠছে। শিকার হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াটিই এমনভাবে ঘেঁটে গেছে যে তার সঠিক পথে ফিরে আসার আশু কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডার থেকে অকাতরে ব্যয় করা চলছে দালানকোঠার চাকচিক্য বৃদ্ধির কাজে। কিন্তু যে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সেই উচ্চশিক্ষা দান ও গ্রহণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র, শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীরা থরহরি কম্পমান। কেননা তাঁরা জানেন, বর্তমান শাসক দল ও শিক্ষাঙ্গনের দখলদাররা কোনো সদুপদেশ শুনলেই ক্রোধে কী করে বসবেন তার ঠিক নেই। তাঁরা তাই দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছেন। আর যারা দাপাবার তারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, উচ্চশিক্ষার ভূত ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনার ইচ্ছা, যোগ্যতা বা চেষ্টা কোনোটাই তাদের নেই। তারা ক্ষমতার রস চেটেপুটে খাচ্ছে, যাক না বিশ্ববিদ্যালয় রসাতলে।

মৌচাকে ঢিল পড়ল যখন

সুনামী গুপ্ত

শোষক শ্রেণিগুলি বরাবরই বামপন্থীদের বিশেষ করে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার, কুৎসা প্রচার এবং চরিত্রহনন করে থাকে। এইসব শোষক-শাসকেরা যদি কখনও বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী কমিউনিস্টসুলভ জীবনচর্যায় বিশ্বস্ত ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রতি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ, করে, তাহলে বুঝতে হবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের ক্ষেত্রে গুরুতর কোনও বিচ্যুতি ঘটেছে।

সম্প্রতি বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্টদের প্রতি শাসক-শোষকদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে উঠছে। বি.জে.পি এবং সঙ্ঘ পরিবার ঘোষণা করেছে যে কমিউনিস্টরাই তাদের প্রধান শত্রু। লোকসভায় সি পি আই(এম) দলের নেতা করুণাকরণ তাঁর বক্তব্য পেশ করার সময় বি. জে. পি. র মুখপাত্র যিনি, তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সুরে বললেন—আপনাদের জনগণ ‘করুণা’ করেন নি। সুতরাং চুপ করুন।

এই রাজ্যের সর্বাধিনায়িকা বামপন্থী, বিশেষ করে সি পি আই(এম)-এর অনুগামীদের মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে নিরন্তর চুপ করে থাকতে বলছেন। শোষিত মানুষের বঞ্চনা, জ্বালা-যন্ত্রণার ভাষা যদি উচ্চারিত হয়, যদি সেই ভাষাকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কল্লোল সৃষ্টি করে বামপন্থীরা জনসমুদ্রে জোয়ার ডেকে আনে, তাহলে মিথ্যাচারের চোরাবালি ধুয়ে-মুছে যাবে। সুতরাং চমক-ধমক দিয়ে, ‘গুণ্ডা-কন্ট্রোলিনী’, ‘গণতন্ত্র-বিমর্দিনী’ রূপে যিনি আবির্ভূতা, তাঁর শুম্ভ- নিশুম্ভ, মধু-কৈটভদের হিটলারের পোষা গেস্টাপোদের মতো ভৈরববাহিনী লেলিয়ে দিয়ে, দাসানুদাস রাজকীয় আরক্ষা বাহিনীর ওপর নির্ভর করে যে সুশাসন(!) ডেকে এনেছেন, তাতে এই চলমান সময়ের বুকে এক ভয়ঙ্কর ইতিহাস গড়ে উঠেছে। যেখানে আইন-প্রণয়ন করা হয়, সেখান থেকে হুংকার উঠছে—জেলে ঢুকিয়ে পচিয়ে মারব। তোমরা কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারবে না।

পরিষদীয় শিষ্টাচার এঁদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। এই বিধানসভার সদস্য নন, এমন ব্যক্তিদের নাম করে এই শাসকদলের সর্বাধিনায়িকা এবং তাঁর বশম্বদ মন্ত্রী বা সদস্যরা যখন বলেন যে ‘মান্নান আর বিকাশ’ এরা ‘জগাই-মাধাই’, সি পি আই(এম) নেতা সুজন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারে গর্জন করেন, এঁরা কোন্ শিষ্টাচারের নমুনা রাখছেন? আসলে শাসকদলের পক্ষে উন্নয়নের নামে যতই বাগাড়ম্বর করা হোক্ না, সবাই বুঝতে পারছেন—ফাঁকা কলসির আওয়াজ একটু বেশিই হয়ে থাকে। ক্কদ্মণ্ঠ স্তত্রস্ক্ষ্ম স্ত্র৩স স্দ্রস্ড্রত্ম দ্বস্তত্ত—এই প্রবাদে বাক্যটির মর্মকথা হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে। জবরদস্তি জালিয়াতি করে, প্রলোভন দেখিয়ে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা যায় না—যাবেও না। কাকে সামলাবেন ওঁরা? মুকুলের ডানা ছেঁটে, স্বপন ঘোষকে সাসপেণ্ড করে, হুমায়ুন কবীরকে বহিষ্কার করলেই সব ধামা চাপা পড়বে?

বিরোধীরা কার্যত মৌচাকে আল্‌তো করে ঢিল ছুঁড়েছেন। সারদা কাণ্ডের কথা তুলতেই সুকুমার রায়ের গোঁফ চুরির হেড-আপিসের বড় বাবুর মতো ওঁরা ‘রেগে আগুন, তেলে বেগুন’! কী আর করা যাবে? ‘ভেলো’তে বসে মকুলকে সঙ্গে নিয়ে সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকবাজির সময় স্বচ্ছ মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন কি না, এ’প্রশ্নের জবাব নেই। শ্যামল সেন কমিশনে কারা ক্ষতিপূরণ পেলেন, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করা হল না কেন—তার একট ছেঁদো জবাব—কমিশনের বাকি দু’জন সই করেন নি। সারদা কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজন, বিশেষ করে যে শতাধিক মানুষ আত্মহননের পথ বেছেছিলেন, তার জবাব কে দেবে? শাসকদল না বিরোধীরা? চিট্-ফাণ্ড সম্পর্কিত ফেরৎ আসা বিলের সংশোধনী সহ পুনরায় নির্দিষ্ট সময়ে এবং জায়গায় পাঠানোর কথা বলতে গিয়ে বামফ্রন্ট বিধায়করা মার খেলেন, এমন কি মহিলা সদস্যকেও লাঞ্ছিত করা হল। যখন অস্থিরমতি কেউ ল্যাজে-গোবরে হয়ে উৎকট পাগলের মতো (মেগালোম্যানিয়াকের ভারসাম্যহীন দশা) আচরণ করে, তখন সুস্থ, শুভ বুদ্ধির জাগরণ কি সম্ভব? কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান আর আইনজীবী, সি পি আই(এম)-এর নেতা, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে কেন সারদা কাণ্ডের সি বি আই তদন্ত আদায় করে আনলেন। আর কোন্ গৌরী সেনের টাকায় রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে সি বি আই তদন্তকে বাধা দিতে চাইলেন—তাও একবার নয়, পরপর দুবার। সেখানে মোক্ষম প্রত্যাঘাত পেয়ে উন্মত্তের মতো ব্যবহার করবেন—এতো স্বাভাবিক। আর সুজন চক্রবর্তীর অপরাধ কী? তিনি সারদা সহ বিভিন্ন চিট্-ফাণ্ডের সর্বস্বান্ত হওয়া দুঃখী মানুষগুলিকে সংগঠিত করে ক্ষতিপূরণের দাবি এবং দোষীদের শাস্তির জন্য আন্দোলন করছেন। কাজেই তাঁকে কালিমালিপ্ত করার জন্য চিৎকৃত কদর্য আস্ফালন তো করতেই হবে। চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বাংলার বুকে মধ্যযুগে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল, সেখানে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। কেবল ধর্মীয় আন্দোলন নয়, একটি সামাজিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি সেদিন বাঙালির মানস-চৈতন্যে নবজাগরণ ঘটিয়েছিল। ‘জগাই-মাধাই’ এই যুগল ব্যক্তির ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর নয়। সুতরাং, মান্নান- বিকাশের যৌথ উদ্যোগে সত্য উন্মোচিত হলে তাঁদের উদ্দেশ্যে ‘জগাই-মাধাই’ বলে তাচ্ছিল্য করে তাঁরা কি নিজেদের বাঁচাতে পারবেন? আর সুজন চক্রবর্তী যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, তাকে গ্রহণ করার সাহস দেখাতে ওঁরা প্রস্তুত আছেন তো?

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ছে। এখন তার ফোঁস-ফোঁসানি, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কামড়ানোর মহড়া চলছে। সাধু সাবধান। বেড়াল কামড়ালে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিতে হবে। যে মধুচক্র তৈরি হয়েছিল, সেখানে ঢিল পড়েছে। সেখান থেকে বন্ বন্, সোঁ সোঁ, করতে করতে হুল ফোটানোর জন্য মৌমাছিরা উড়ে আসছে, তেড়ে আসছে। তবু, বেড়ালের আঁচড় অথবা মৌমাছির হুল ঢুকলেও সত্যের জন্য সমস্ত পরিস্থিতিতেই মাজা সোজা করে, মাথা উচুঁ করে লড়াই চালাতেই হবে। কথিত জগাই-মাধাই আর সুজনদের লড়াই-এর পাশে বাংলার সত্যান্বেষী মানুষ আছেন এবং থাকবেন। এই প্রেক্ষিতে একটি কবিতার চরণ মনে পড়ছে—

মৌচাকে ঢিল পড়েছে যখন,
শুনছে লোকে পাগল-ভাষণ।
মধু যারা খেলো চেটেপুটে,
জালিয়াতে টাকা নিল লুটে।
কাদের টাকা কিসের টাকা—
জবাব কিছুই নাই
এলোমেলা করছে কাদের
দুষ্টু-মিষ্টু ভাই!
আসছে এবার মুখোশ খোলার পালা
তাই কি তেনার বাড়ছে মনের জ্বালা?

‘গ্রাম্য সমাচার’ পত্রিকার সম্পাদক ভজন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ মার্চ : ‘গ্রাম্য সমাচার’ পত্রিকার সম্পাদক ভজন বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী ও ২ কন্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষ। ভজন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র-যুব, কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সি পি আই(এম) সদস্য পদ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি এক ঘনিষ্ট দরদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছোট বেলুন হাইস্কুল-এর সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করেন। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে গ্রাম্য সমাচার পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন। তিনি বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি কৃষি বিষয়ক লেখা লেখি করতেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতার সংকলন কৃষ্ণচুড়ার বনে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ‘নতুন চিঠি’র সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের মধ্যে প্রথম কোথা হতে কোথায় টেলিগ্রাম বার্তা যায়? কবে এই বার্তা যায়?
২. যক্ষা রোগের জীবাণু কে কবে আবিষ্কার করেন? তাঁর জন্ম কোথায়?
৩. ভুটান দেশটি কোন মহাদেশে? এ দেশের জাতীয় প্রতীক কী?
৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বর্ধমান জেলা কমিটির প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৫. মোরারজী দেশাই কবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন? এই পদে কোন দিন পর্যন্ত ছিলেন?
৬. কার কাছে কবে দীক্ষা নিয়ে সিস্টার নিবেদিতা হন? তাঁর আসল নাম কী ছিল?
৭. আজকাল পত্রিকা প্রথম কবে প্রকাশিত হয়? তখন সম্পাদক কে ছিলেন?
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কারটি কবে চুরি যায়? রবীন্দ্রনাথ কত সালে কী বিষয়ে নোবেনল পান?
৯. কমিউনিস্ট নেতা অনিল বিশ্বাস কবে প্রয়াত হন? তাঁর জন্ম কবে?
১০. ‘এক্সরে’ কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম হয়? এই অবিষ্কারের জন্য কত সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান?
১১. প্যারী কমিউনি কবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
১২. চন্দ্রহাস কোন সাহিত্যিকের ছদ্ম নাম? তিনি কবে জন্মান? তিনি কোন গোয়েন্দার স্রষ্টা?

(উত্তর শেষের পাতায়)

কৃষক সেতু বিপন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানের সঙ্গে হুগলি, বাঁকুড়া আর মেদিনীপুরের যোগসূত্র কৃষক সেতু বিপন্ন। সেতুর

মাঝখানে পাত খুলে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। গভীর রাতে মাঝে মাঝে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দাবি, অবিলম্বে সারানো হোক সেতুটি।

১৯৭৭ সালে উদ্বোধন হয় কৃষকসেতুর। এই সেতুর উপর দিয়ে হাজার হাজার বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যান চলাচল করে। এই সেতু দিয়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া আর হুগলির বড়ো অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ সেতুটি ভগ্নপ্রায়। বিভিন্ন জায়গায় তাপ্পি মেরে কাজ চলছে। সেতুর মাঝখানে লোহার পাত খুলে বেরিয়ে এসেছে। চলছে সেতুর গোড়া থেকে বিপজ্জনকভাবে বালি তোলার কাজ।

প্রায় ৪০ বছর বয়সী সেতুর দ্রুত সংস্কার চাইছেন সকলেই। তাদের আশঙ্কা যে-কোনও দিন ভেঙে পড়তে পারে, সেতুটি যোগাযোগের সূত্র ছিন্ন হতে পারে।

বিশ্ব নাট্যদিবস পালিত হল রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৭ মার্চ : আজ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে রানিগঞ্জ নজরুল মঞ্চে উদযাপিত হলো বিশ্ব নাট্য দিবস। কয়লা শিল্পাঞ্চলের লেখক, শিল্পী, নাট্যকর্মীরা এই অনুষ্ঠানে শামিল হন। বিশ্বনাট্য দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংগঠনের বর্ধমান জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনুপ মিত্র বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাটক ও তার বিশ্বজননী আবেদন, শান্তি, সুস্থ সংস্কৃতির বার্তা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব নাট্যদিবস হিসেবে ২৭ মার্চ দিনটি পালন করা হয়। বিশ্বনাট্য দিবসে নাট্য কর্মীরা শপথ নেবেন সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নাটককে হাতিয়ার করে এগিয়ে যাওয়ার। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নাটকের গান, নাট্যাংশ পাঠ, অভিনয়ে কুড়িজন শিল্পী অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডঃ স্বজন চ্যাটার্জী। বহু প্রবীণ নাট্যশিল্পীরা অভিনয়ে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাট্যশিল্পী ফাল্গুনী চাটার্জী।

বর্ধমান জেলার চার পুরসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা

কাটোয়া পুরসভা

ওয়ার্ড নং	সি পি আই(এম)	তৃণমূল	কংগ্রেস	বি জে পি
১	**সান্ত্বনা ঘোষচৌধুরী**	মাসুদা খাতুন	অলোক ঘোষ	আশিস ঘোষ
২	**রীতা শিকদার**	সরস্বতী দেবনাথ	ঝর্ণা হালদার	অনিতা বৈদ্য
৩	**পরীক্ষিৎ রায়**	রাধেশ্যাম হালদার	সুব্রত চৌধুরী	বাসুদেব বর্মণ
৪	**নূরেমান শেখ**	শ্যামল ঠাকুর	সমীর সাহা	কিশোর হরিজন
৫	**রমা বন্দ্যোপাধ্যায়**	অঞ্জনা লাহা (নাগ)	চন্দনা মাঝি	বনি প্রামাণিক
৬	**কল্পনা সেন(RSP)**	শ্যামল মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	পরিতোষ মোদক
৭	**হীরু থান্ডার**	বাপি হাজরা	সুফল রাজোয়ার	নারায়ণচন্দ্র সরকার
৮	**আব্দুস সালাম (বাপি)**	অজিত চট্টোপাধ্যায়	ইউসুফা খাতুন	গৌতমকুমার দাস
৯	**লায়লা বেগম**	সালমা বিবি	হাবিবা খাতুন	টুম্পা দে
১০	**সোমা দেবনাথ মজুমদার**	পম্পা অধিকারী বিশ্বাস	চিনু মণ্ডল	বিশাখা মণ্ডল
১১	**সুবীর মণ্ডল(ফঃবঃ)**	প্রাণনাথ দাস	অভিরাম হালদার	ভোলা দাস
১২	**অনাদি চক্রবর্তী**	দ্বিপুল ঘোষ(জুকু)	সুদীপ্তময় ঘোষ	অনিল দত্ত
১৩	**অসিত কুমার দে**	জঙ্গল শেখ	রীতা বন্দোপাধ্যায়	উজ্জ্বল প্রামাণিক
১৪	**অর্চনা সাহা**	ইলা হাজরা	হেনা দত্ত	রিঙ্কি মাঝি
১৫	**অরিন্দম মুখোপাধ্যায়**	প্রণব কুমার দত্ত	সুফল দত্ত	পরেশচন্দ্র সাহা
১৬	**গৌতম দাস(খোকা)**	সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়	বীণা সরকার	শতদ্রু চক্রবর্তী
১৭	**সুস্মিতা দাস (টুসী)**	শিল্পা দত্ত	শুভ্রা রায়	অপরাজিতা দে
১৮	**অরবিন্দ দাস**	ভাস্কর মণ্ডল	রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	অসীম অধিকারী
১৯	**শ্যামল দত্ত**	অমর রাম		অভিজিৎ অধিকারী
২০	**কোয়েল রায় বন্দ্যোপাধ্যায়**	মিঠু সাহা রায়	সন্ধ্যা রানু	মণিকা দাস

দাঁইহাট পুরসভা

ওয়ার্ড নং	সি পি আই(এম)	তৃণমূল	কংগ্রেস	বি জে পি
১	**প্রদীপ কুমার রায়**	রঞ্জিত সাহা	শুভজিৎ দত্ত	প্রমথ দত্ত
২	**শতলক্ষ্মী সরকার**	মাধবী রাজোয়ার	উর্মিলা মণ্ডল	কমলা মণ্ডল
৩	**সন্ধ্যা সাহা**	স্বাধীনা নন্দী	বুল্টি দেব	কাজলরানি সাহা
৪	**রঞ্জিত ভক্ত**	কালিদাস রায়	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	মলয় মাহান্ত
৫	**সনাতন মণ্ডল**	সমর চক্রবর্তী	সুরিজিৎ দাস	সূর্যপ্রসাদ রক্ষিত
৬	**গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়**	কৃষ্ণা অধিকারী	রীতা চট্টোপাধ্যায়	ঊষসী দে
৭	**সুজাতা বিশ্বাস**	স্বপ্না হালদার বর্মণ	অঞ্জনা বিশ্বাস	শর্মিলা হালদার
৮	**সুব্রত রায়**	বিকাশচন্দ্র বাড়ৈ	কার্তিক মজুমদার	বরুণচন্দ্র রায়
৯	**বিদ্যুৎবরণ ভক্ত**	সুশান্ত কুমার বালা	সন্তোষকুমার মজুমদার	পিন্টু মণ্ডল
১০	**অনিন্দ্য মণ্ডল**	নির্মল মণ্ডল	সন্তোষ দাস	নিতাই বিশ্বাস
১১	**মামনি মাঝি**	নুপুর শিকদার	অর্পণা দাস	কমলা মণ্ডল
১২	**অলোক কুমার দাস**	শিশির মণ্ডল	রাধানাথ ভট্টাচার্য	কপূর শেখ
১৩	**ধনঞ্জয় মণ্ডল**	সুদীপ্ত রায়	জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল	অসিতকুমার মণ্ডল
১৪	**কার্তিক মণ্ডল**	প্রভাতকুমার মণ্ডল	পরিতোষ শিকদার	বিপুল গয়লা

*▶ জেলার মোট ৪টি পুরসভার ৬৮টি আসনে ২৬৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। **দাঁইহাট :** ওয়ার্ড ১৪টি, বুথ ২০টি, ভোটার ১৭,৬৭২জন। **কালনা :** ওয়ার্ড ১৮টি, বুথ ৫২টি, ভোটার ৪১,৬৯৮ জন। **কাটোয়া :** ওয়ার্ড ২০টি, বুথ ৭৬টি, ভোটার ৬৩,৪৮৬ জন। **মেমারি :** ওয়ার্ড ১৬ টি, বুথ ৩৭টি, ভোটার ৩২,৪০৩ জন।*

কালনা পুরসভা

ওয়ার্ড নং	সি পি আই(এম)	তৃণমূল	কংগ্রেস	বি জে পি
১	**মনিপ্রভা ভাদুড়ী**	দেবদীপ সাহা		সুকল্যাণ পাল
২	**সুমিতা ঘোষ**	হৈমন্তী মণ্ডল	শম্পা সাহা	সোনালী দত্ত
৩	**সন্দীপ রায়**	সুনীল কুমার চৌধুরী		জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
৪	**গৌরাঙ্গ গোস্বামী**	আনন্দ দত্ত	অখিলেশ রায়	পিনাকী পাণ্ডে * নির্দল—গোপাল তেওয়ারি
৫	**সুধীর কুমার হালদার**	সমরজিত হালদার		সাধন মণ্ডল
৬	**নুপুর সাঁতরা**	নীলা মল্লিক(বসু)		ছন্দা কর্মকার
৭	**অলোক সাহা**	বিশ্বজিৎ কুণ্ডু	গোপাল সাহা	নিউটন মজুমদার
৮	**কবিতা চক্রবর্তী**	চায়না ঘোষ		সুপ্তি মণ্ডল
৯	**অরূপ দাস**	বিনয়ভূষণ দত্ত	কার্তিক চন্দ্র রায়	পার্থ কুণ্ডু
১০	**অলোক সাহা**	সঞ্জয় বিশ্বাস		সুশান্ত পাণ্ডে * বি. এস. পি—প্রবীর কুমার চক্রবর্তী
১১	**ফাল্গুনী মল্লিক**	কল্পনা বসু	মৌসুমী ঘোষ	শ্যামলী কর্মকার
১২	**নীরব খাঁ**	রাজু রায়		তন্দ্রা বারুরী
১৩	**প্রতিমা মণ্ডল**	গোকুলচন্দ্র বাইন		চঞ্চল হাওলাদার * বি.এস. পি—শ্রীদাম গোলদার
১৪	**স্বপন আইচ**	সুকন্যা পণ্ডিত		বিশ্বম্ভর দাস
১৫	**মৌসুমী সরকার(ফঃবঃ)**	কণিকা রাজবংশী	লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়	পলিকনা রায়
১৬	**শুভাশিস সরকার**	রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		পিনাকী ত্রিবেদী
১৭	**সুশান্ত দে**	দেবপ্রসাদ বাগ		অলোক বসু
১৮	**দোলন দাস**	ভিক্টোরিয়া সাহা	রেণুকা সাহা	প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল

মেমারি পুরসভা

ওয়ার্ড নং	সি পি আই(এম)	তৃণমূল	কংগ্রেস	বি জে পি
১	**প্রদীপ রজক**	সামসুল হক মির্জা	জয়ন্ত রায়	প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় * নির্দল—সুশান্ত বোয়াল
২	**রুনা লায়েক**	মানসুরা বেগম শেখ	সোমা বসু	দিপালী মণ্ডল
৩	**নিয়াজউদ্দিন শেখ**	প্রতিমা বসাক	আবু হোসেন মহম্মদ	অরুণ কুমার ভট্টাচার্য
৪	**সৌমেন হাজরা**	স্বপন কুমার ঘোষাল	শ্যামল সরকার	শিশির কুমার নায়েক
৫	**মানু ভট্টাচার্য**	মনোয়ারা বেগম শেখ	সঞ্জীবা খাতুন	আল্পনা জানা
৬	**পীযুষকান্ত বিশ্বাস**	চিরঞ্জীব ঘোষ	আশিষ দত্ত	চন্দ্রশেখর সাউ
৭	**বদ্রীচরণ লাহা**	স্বপন বিষয়ী	রামকৃষ্ণ হাজরা	প্রবীর কুমার দে
৮	**সুমিতা বসু**	রত্না দাস	মিতা বসু	অর্পিতা দে
৯	**টুলু বাগ**	রূপা খাঁড়া	সঙ্গীতা ধারা	চিন্তা ক্ষেত্রপাল
১০	**অশোক কুমার যশ**	সুপ্রিয় সামন্ত	মহসীন শেখ	রবিলাল সাহা
১১	**নমিতা কিস্কু**	রেখা হেমব্রম		আনন্দী মুর্মু
১২	**রক্ষাকর দুর্লভ**	সন্তোষ বোয়াল		কল্পনা বিশ্বাস
১৩	**অভিজিৎ কোঙার**	বিদ্যুৎ দে	কৃষ্ণ বারুই	স্মৃতিকণা বসুঘোষ
১৪	**রঞ্জিত সরকার**	নির্মল রায়		রতন বারুই * নির্দল—রঞ্জিত বাগ
১৫	**নাজমুন নিহার শেখ**	হোসেনারা খাতুন	রীতা চট্টোপাধ্যায়	চৈতালি সিংহ * নির্দল—আলেয়া বেগম
১৬	**সাজিদ হোসেন**	আসাদ উদ্দিন মহম্মদ	মহম্মদ হবিউদ্দিন শেখ	শিবকুমার ভকত

আলু চাষ না করে মুক্তিপদবাবুর মুক্তি ঘটেছে বিকল্প চাষে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ মার্চ : আত্মহত্যা নয়, বরং আলু চাষিদের মুক্তির পথ হচ্ছে বিকল্প কৃষি। বলছেন কালনা ২নং ব্লকের ঝকড়পাড়া গ্রামের ঠিকাচাষি মুক্তিপদ দাস। মুক্তিবাবুর মুক্তিদানের নিদানের বিবরণ দেওয়ার আগে বিকল্প কৃষি কী, তার উৎসই বা কী জেনে নেওয়া যাক।

মুক্তিপদবাবু সম্পূর্ণ ক্ষেতমজুর। জমি জায়গা কিছুই নেই। একসময় দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে অপরের জমিতে কাজ করতে যেতেন। বর্তমানে ঠিকা জমি নিয়ে বিকল্প চাষের মধ্য দিয়েই নিজরে জমিতে কাজ করেন। গোটা সংসারটাই চলে চাষের উপরে। মুক্তিপদবাবু বিভিন্ন এলাকায় বাৎসরিক ঠিকায় জমি নেন। এক ধরনের চাষ না করে সময়োপযোগী ফসলের চাষ করেন।

ঝকড়পাড়া রাস্তার পাশেই ২১ কাঠা জমি নিয়েছেন ২৫ বস্তা বাৎসরিক ঠিকাতে। গত মরশুমে ঐ জমিতে আলু চাষ করলেও এবার আলুচাষের ধারে কাছে যাননি। ঐ জমিতে আলুর বদলে শশা চাষ করেছেন। ২১ কাঠা জমিতে শশা চাষের জন্য খরচ হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। ইতিমধ্যেই মুক্তিপদবাবু শসা বিক্রি করেছেন তিরিশ হাজার টাকার। বাজারমূল্য এমন থাকলেও আরও চল্লিশ হাজার টাকার শশা এই জমি থেকে পাওয়া যাবে বলে জানান মুক্তিপদবাবু। তিনি জানান অন্যান্য জমিগুলিতেও মাথা খাটিয়ে বিভিন্ন ফসলের চাষ করে থাকেন। কোনো ফসলেই লোকসান হয় না বলে জানান। মুক্তিপদবাবুও চান সমস্ত কৃষক এক ফসলের দিকে না গিয়ে বিভিন্ন ফসলের চাষ করুন। তাহলেই মুক্তি মিলবে। আত্মহত্যা কৃষকদের মুক্তির পথ নয়, বরং লজ্জার অপমানের।

একদিনের ফুল এপ্রিল ফুল

আব্দুস সবুর

চোখে চোখে ডানার স্বপ্ন উড়ান।

এপ্রিল ফুল বড় মজার খেলা। সবুজ মনের টাটকা সখ্যের। নরম প্রতারনার। নিছক রসিকতার। একটু আশার দোলায় মনটা দুলিয়ে বোকা বানাবার মিষ্টি কৌশল। চিরাচরিত চেনা কায়দা হল টুকরো কাগজের চিঠি, ভিতরে লেখা—চিঠি নিয়ে করলে ভুল আজ আমার এপ্রিল ফুল। গ্রামের শহরের মধ্যবিত্ত সমাজে এই লোকঠকানো রীতির বেঁচে থাকা। এই এপ্রিল ফুল দিনটির উৎস ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। এদেশীয় সমাজে এর প্রবেশ অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীরও আগে। সম্ভবত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে এর অনুপ্রবেশ, ইংরেজি প্রভাবিত হয়ে সমগ্র ভারতে ছড়িয়েছে।

ফ্রান্সের জনজীবনে একটি কথ্য গালাগাল অর্থাৎ 'উজবুক প্রমাণিত' ব্যক্তিটিকে ওরা সম্বোধন করে 'পোঁয়াস দ্রাভিল', যার তর্জমা বোকা মাছ। ওদের বিশ্বাস এপ্রিলের মাছগুলো ছোট, টোপ গেলে, ধরা পড়ে সহজে, জ্ঞানগম্যিহীন নিরেট-মাথা মানুষের মতো। তাই এপ্রিলের প্রথম দিনটিই আদর্শ, প্রিয়জনকে বোকা বানানোর। অন্য মতে এপ্রিল গ্রিক প্রেমের দেবী এফ্রোডাইটের নামে পরিচিত। তাই সখা তুমি ধরা দাও রসিক অধরে। পয়লা এপ্রিল বড় মিঠে, ভালবাসা জানাবার, বন্ধু বাড়াবার দিন—সহজ মজায়।এমন দিনে প্রিয়ার কথায়, চৌমাথার মোড়ে ব্যর্থ অপেক্ষা নয়, রঙিন প্রেমপত্র ভুল করেও খোলা নয়। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, এপ্রিল ফুল ফাঁদ পেতে আছে।

আত্মঘাতী আলু চাষি-পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করলো বাম পরিষদীয় দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : রাজ্যের সাথে সাথে জেলায় কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাকে ভয় পাচ্ছে রাজ্য সরকার। ভয় থেকেই আত্মঘাতী কৃষক পরিবারের সদস্যদের হুমকি আর ভীতি প্রদর্শন করছে শাসকদলের নেতা কর্মীরা। রাজ্যের মন্ত্রীরা আত্মহত্যাকে অস্বীকার করে পারিবারিক গোলমাল বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। জামালপুর থানার আবুজহাটি গ্রামের চাষি দেবব্রত ঘোষ(৪৫) ঋণের দায়ে বিষ খাবার পরই রাতে বর্ধমান হাসপাতালে শাসকদলের বিধায়কের ভাই দলবল নিয়ে হুমকি দিয়ে যায়। সাংবাদিকদের কাছে কোনো ভাবে প্রকাশ করা যাবে না আলু চাষের জন্য ঋণ নিয়েছিলেন। দেনার দায়ে বিষ খেয়েছেন। বর্ধমান জেলার গলসি, ভাতার, জামালপুর ও খণ্ডঘোষ এলাকার আত্মঘাতী কৃষক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট পরিষদীয় দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অর্পণা সাহা, নবীন বাগ, শাহাজাহান চৌধুরী, বাসুদেব খান, চৌধুরী মহঃ হেতায়েতুল্লাহ ও প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক প্রমুখ। প্রতিটি এলাকার আত্মঘাতী কৃষক পরিবারের বাড়ি বাড়ি যান তাঁরা। খোঁজ নেন কী কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা বলছেন আলু চাষ করে দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। বিরোধীদের আন্দোলনের চাপে এবার তৃণমূল আত্মহত্যার ঘটনা যাতে বন্ধ হয় সেপথে না হেঁটে ভয় দেখিয়ে আত্মঘাতী পরিবারকে চুপ করাতে চাইছে শাসকদল।

আক্রান্তদের গ্রামে গেলেন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : ভাতারে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের আক্রমণে নিহত সি পি আই(এম) কর্মী মঙ্গল হেমব্রম-এর বাড়িতে গিয়ে তার পরিবার পরিজনকে গভীর সমবেদনা জানান আদিবাসী অধিকার মঞ্চের নেতৃবৃন্দ। মঙ্গল হেমব্রমের পাশাপাশি আক্রান্ত পরিবারদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন ও তাদের কথা শোনেন তাঁরা। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্যরে প্রাক্তন মন্ত্রী ও সি পি আই(এম) বিধায়ক দেবলীনা হেমব্রম, সংগঠনের জেলা সভাপতি বিনয় হাঁসদা, সম্পাদক সুরেন হেমব্রম, রবিন টুডু, যিশু টুডু, মিহির টুডু প্রমুখ। উল্লেখ্য ২২ মার্চ ভাতারের ধাঁদলসা গ্রামে আদিবাসী পাড়ায় আক্রমণ চালায় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রয়াত মঙ্গল হেমব্রমের পুত্র সনাতন হেমব্রম যিনি স্থানীয় সি পি আই(এম)-এর লোকাল কমিটির সদস্য। এই আক্রমণে ১ মহিলা সহ ৮ জন সি পি আই(এম) সমর্থক ও কর্মী আহত হন। দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন মঙ্গল হেমব্রম। মহিলা সমিতির এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন। আদিবাসী অধিকার মঞ্চ হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ...

—প্রথম পাতার পর

কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই। নয়া উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির লড়াইকে ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিক লড়াইতে পরিণত করতে হবে। এক্ষত্রে, তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত শ্রমিকদের 'শ্রমিক-অভিজাত্য' সম্পর্কে সতর্ক করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও বেকার যুবদের সংগঠিত করার জন্য সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

অন্যদিকে, রাজ্যে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করে দীপক দাশগুপ্ত বলেন যে, ক্রমশ প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে যে আপদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল মোদি-সরকারের জনবিরোধী নীতির পাশে আছে এবং সংসদে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যে শ্রমিক-আন্দোলন ভাঙার জন্য গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে এবং রাজনৈতিক কারণে দুর্গাপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হাজার হাজার শ্রমিককে কাজের জায়গা থেকে উৎখাত করেছে। তাই সি. আই. টি. ইউ কেন্দ্রের মোদী সরকারের জনবিরোধী ও শ্রমিক ঐক্য বিনাশকারী সাম্প্রদায়িক নীতির সাথে সাথে রাজ্যে তৃণমূলের ফ্যাসিবাদী কায়দায় শাসন পরিচালনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলছে।

বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ ও অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জীবন রায়। সম্মেলনের সূচনায় দুটি রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এইচ. এস. ই. ইউ-এর সভাপতি এবং স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের-এর সভাপতি অজিত মুখার্জী ও সি আই টি ইউ-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক তপন সেন। সম্মেলনে আলোচনার জন্য রিপোর্ট পেশ করেন অরুণ চৌধুরী। বিভাগীয় সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচিত ও ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের ৮০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন আই. এন. টি. ইউ. সি-এর পক্ষে রজত দীক্ষিত ও এ. আই. টি. ইউ. সি-এর পক্ষে আমীর হায়দার। সম্মেলনে এইচ. এস. ই. ইউ-এর পক্ষ থেকে গত ২-৪ ফেব্রুয়ারি মুচিপাড়া থেকে বার্ণপুর পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সম্মেলন থেকে রথীন রায় সভাপতি ও ডি এস পি-র ওবি কনভেনার হয়েছেন বিশ্বরূপ ব্যানার্জী এবং এ. এস. পি-র ওবি কনভেনার হয়েছেন রামপঙ্কজ গাঙ্গুলী।

দৃষ্টিপাত

চলতি কা নাম জীবন

আলেক শেখ, কালনা, ২৮ মার্চ : যাযাবরের জীবন-যাপনই তাদের দস্তুর। চলন বা সরণ আছে বলেই চলতিকা নাম গাড়ি হয়েছে। তাহলে রামপাল সিং, চরণপাল সিং, কানহাই পাল সিং-এর বাড়ি বিহারে। রানিগঞ্জের এক মালিকের ভেড়ার পাল চড়িয়ে বেড়ানোই তাদের পেষা। বিনিময়ে মাসের শেষে কিছু অর্থের প্রাপ্তি।

রামপাল সিং, চরণ পাল সিং, কানহাইলাল পাল সিংরা যে ভেড়ার পালটি চড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তাতে ভেড়ার সংখ্যা ৬০০টি। এরা জানে কোন মরশুমে কোথায় মাঠ থেকে ফসল ওঠে। ফসল তোলার পর যে ফাঁকা মাঠ পড়ে থাকে সেখানেই তারা ভেড়ার পাল ছেড়ে দেয়। রানিগঞ্জ থেকে ৬ মাস আগে ভেড়ার দল নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে। বর্তমান অবস্থান তাদের কালনা-২নং ব্লকের আলুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অমরপুরের মাঠে। রানিগঞ্জ ফিরে যেতে তাদের আরও ছ'মাস সময় লাগবে। তার মধ্যে ভেড়ার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে সহস্রাধিক। এখানেই লাভ ভেড়ার মালিকের। অন্যদিকে ভেড়ার দলের সাথেই তাদের থাকা, খাওয়া, ঘুমানো সব কিছুই। এক বছর পর তাদের বাড়ি ফেরা। কয়েকদিন পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে আবার পথ চলা শুরু। সেই পথ চলার সাময়িক বিরতি ঘটবে আবার এক বছর পর। এটাই তাদের জীবন। তাদের জীবনের নাম চলতি কা নাম জীবন।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি, মহঃ নিজামউদ্দীন, পিতা - মহঃ ইসরাইল, গ্রাম ও পোঃ - ভিটাসনি, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম মহঃ ইমতাজউদ্দীন এবং স্ত্রীর নাম মমতাজ খাতুন যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সেখ ইমতাজউদ্দীন এবং স্ত্রী নাম মমতাজ বেগম নথিভুক্ত হয়েছে। মহঃ ইমতাজউদ্দীন ও সেখ ইমতাজউদ্দীন এবং মমতাজ বেগম ও মমতাজ খাতুন দুই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ডালিম মণ্ডল, পিতা প্রয়াত অহিদ মণ্ডল, গ্রাম - নেড়োদিঘি, পোঃ, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম মিরাজ মণ্ডল, পিতা - ডালিম মণ্ডল। আমার পুত্রের নাম জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত মিরাজুল মণ্ডল, পিতা সবুর মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। মিরাজ মণ্ডল, পিতা ডালিম মণ্ডল এবং মিরাজুল মণ্ডল, পিতা সবুর মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শ্রীমতী শ্রাবণী সেন, পিতা সুজিত পণ্ডিত, স্বামী লালমোহন সেন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৬ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল শ্রাবণী পণ্ডিত ও ডাক নাম হল জুলি পণ্ডিত। শ্রী লালমোহন সেন-এর সাথে বিবাহের পর আমার পদবী পণ্ডিত-এর বদলে সেন হয়ে যায়। কিন্তু রেশনকার্ডে আমার নাম জুলি পণ্ডিত ও ভোটার পরিচয়পত্রে শ্রাবণী পণ্ডিত, স্বামী লালমোহন সেন নথিভুক্ত রয়েছে। এই এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, জুলি পণ্ডিত, শ্রাবণী পণ্ডিত, পিতা সুজিত পণ্ডিত ও শ্রাবণী সেন, স্বামী লালমোহন সেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ সাইফুদ্দিন, পিতা সেখ আমজাদ আলি, আমড়া, আবুজহাটী, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম SK. RAYAN যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SK. REHAN নথিভুক্ত হয়েছে। SK. RAYAN এবং SK. REHAN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। কলকাতা থেকে আগ্রা, ১৮৫৫ সালের ২৪ মার্চ; ২। বিজ্ঞানী ড. রবার্ট কথ, ১৮৮২ সালের ২৪ মার্চ, জার্মাণিতে; ৩। এশিয়া, ঝড়ের ড্রাগন 'ড্রক'; ৪। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, ১৯১৩ সালের ২৪ মার্চ, মৃত্যু ২৪-১-১৯৯১; ৫। ১৯৭৭ সালের ২৪ মার্চ, ১৯৭৯ সালের ২৮ জুলাই; ৬। স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ, মার্গারেট এইলজাবেথ নোবেল; ৭। ১৯৮১ সালের ২৫ মার্চ, গৌর কিশোর ঘোষ; ৮। ২০০৪ সালের ২৫ মার্চ, ১৯১৩ সালে সাহিত্যে; ৯। ২০০৬ সালের ২৬ মার্চ, জন্ম ১৯৪৪ সালের ১ মার্চ; ১০। উইলহেম কনরাড রন্টজেন, ২৭-৩-১৮৪৫, ১৯০১ সালে; ১১। ১৮৭১ সালের ২৮ মার্চ; ১২। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০-৩-১৮৯৯; ব্যোমকেশ বক্সী।

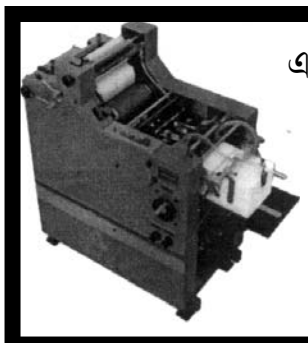

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

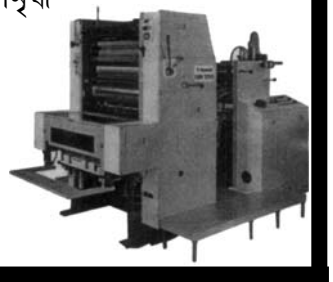

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা